

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ



କାମାକ୍ଷ୍ୟା



রূপ কুমার

১৫  
৭৫ — ৭১৫৫

(ছোটদের একাধিক)

✓  
৭১৫৫  
SIE

রবিদ্রাজ সাহা রায়



পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার  
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ  
নবেম্বর ১৯৫৯

২৩.২.৭৭

৭৪৪৭

মূল্য: পঁচিশ নয়া পয়সা



পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশম্বরূপ মাথুর কর্তৃক  
প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দ্র মদ্রোপাধ্যায়  
কর্তৃক মদ্রিত



## ভূমিকা

শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সাহিত্য-কর্মশালা আয়োজিত ও পরিচালিত হইতেছে। কোন বিশেষ সাহিত্য-রতীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন নির্বাচিত লেখক লইয়া সাহিত্য-কর্মশালা সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে সাহিত্য রচনার ব্যাপ্ত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা-আলোচনা করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে রচনাগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে।

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশুভারতী-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্মশালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও কিশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে। এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় বইগুলি লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙলার শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় এই বইগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মীগণ যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্থ।

নিখিলরঞ্জন রায়,  
সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক,  
শিক্ষা-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ



## নুতনের ডাক

নাটকে যারা থাকবেঃ

কয়েকটি ছেলেমেয়ে

শীতবুড়ী

বনপরী

মেষপরী

প্রকৃতি

ফুলপরী

মলয় হাওয়া

বসন্তরানী

[বনজঙ্গল ঘেরা পল্লীগ্রাম। দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে। শীতের বাতাস বইছে। কয়েকটি ছেলেমেয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে প্রবেশ করল। কারুর গায়ে নানা রকম হালকা শীতের পোশাক। কারুর গায়ে নানা রকম মেরজাই বা হাতকাটা ছোট জামা।]

১ম ছেলে ॥ আহা কি শীত! আহা কি শীত! কেঁপে মরি।

২য় ছেলে ॥ নেই তো বেশি জামাকাপড়। কি যে করি।

৩য় ছেলে ॥ ঐ যে কারা জ্বালছে আগুন। চল, ব'সে পড়ি।

(আগুনের দিকে এগিয়ে গেল)

১ম ছেলে ॥ ঐ দ্যাখ, ঐ দ্যাখ—

সারা গায়ে কাপড় মড়ি,

আসছে বড়ি জুজুবুড়ী।

(সারা গায়ে কাপড় জড়ানো, মাথায় পাকা চুল,  
লাঠি ভর দিয়ে শীতবুড়ীর প্রবেশ)

শীতবুড়ী॥ আমি একটু বসব কি? গা'টা গরম করব কি?

২য় ছেলে॥ জুজুবুড়ী, জুজুবুড়ী,  
এলে কেন থুড়থুড়ি?  
জায়গা যে নাই এখানে,  
পালাও খুঁশি যেখানে।

শীতবুড়ী॥ জুজুবুড়ী নই গো আমি, নই গো জুজুবুড়ী,  
আমার চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে  
বয়স মোটে কুড়ি।

৩য় ছেলে॥ তবে তুমি কে?

শীতবুড়ী॥ আমি শীতবুড়ী।  
আমায় সবাই চেনে যে।

১ম ছেলে॥ তুমি শীতবুড়ী, শীতবুড়ী?  
তাই এসেছ শাল মুড়ি?  
পালাও পালাও—  
নইলে দেব সড়সড়ি।

শীতবুড়ী॥ পালাব কেন, পালাব কেন?  
আগুন পোহাতে দাও না কেন?

ছেলেরা॥ শীতবুড়ী, তুমি আমাদের কষ্ট দাও,  
আমাদের সর্দি হয়, কাশি হয়;  
আর হি হি ক'রে কাঁপ।  
তোমার সঙ্গে ভাব করব কি?

শীতবুড়ী॥ আমি কি শূধু কষ্ট দিই?  
কত মজার জিনিস খেতে দিই।



শীতবুড়ী



পায়ের পিঠে খেতে দিই।

খেজুর রস খেতে দিই।

(বনপরীর প্রবেশ, গায়ের লতাপাতা জড়ানো, মাথায়  
ফুলের চড়া)



বনপরী

বনপরী॥ আমাকে তুমি কষ্ট দাও,  
কত গাছের পাতা ঝরাও,  
সেখানে ফুল ফোটে না,  
পাখিরা গান করে না।  
শীতবুড়ী, চাই না তোমায়।  
তুমি চ'লে যাও—চ'লে যাও।

ছেলেরা॥ ঐ কত গাছ গেছে যেন ম'রে,  
সজনে ফুল পড়ছে ঝ'রে,  
আকাশ গেছে কুয়াশাতে ঢেকে,  
উঠছে না সূর্যমামা তাই তো ঘুম থেকে।

(মেঘপরীর প্রবেশ। মৃদু কালো জালে ঢাকা, পিঠে  
দু'টি সুন্দর ডানা)

ছেলেরা॥ মেঘপরী, মেঘপরী এসো  
রঙিন পাখা তুলে,  
অনেক কাল যে দেখাশোনা নেই,  
আমাদের কি গেছ তুমি ভুলে?

মেঘপরী॥ তোমাদের কি ভুলতে পারি ভাই?  
শীতের বুড়ীর বন্দী আমি—  
আসার উপায় নাই।  
পারি না তো আকাশ জুড়ে ঘুরে বেড়াতে,  
পারি না তোমাদের টপটপ টপটপ গান শোনাতে।



মেঘপরী

ছেলেরা, বনপরী ও মেঘপরী—

সবাই আমরা একদলে

শীতবুড়ী তুমি যাও চ'লে।

শীতবুড়ী তুমি যাও চ'লে।

### শীতবুড়ীর গান ও নাচ

কেন যাবো, কেন যাবো, হি হি হি

হাড় কাঁপানো, দাঁত কাঁপানো শীত যে এনেছি।

সরু সরু সরু সরু,

(তোরা) শীতে কেঁপে মরু,

কুঁড়ে হয়ে থাকবি ব'সে, কাজ করবি কী?

ঠাণ্ডা লেগে বুকো

মরবি শেষে ধুকো,

সাবধান না হ'লে সবাই বুঝবি মজাটি।

হি হি হি হি।

(বনপরী, মেঘ ও ছেলেরা একে একে পালানতে শুরুর  
করল)

শীতবুড়ী॥ বাঃ কেমন মজা! সব ফরসা। আমি বেশি ক'রে শীত দেব, গাছের  
পাতা ঝরাব, পাহাড়ের গা দেব বরফে ঢেকে। নদীর কুল  
কুল গান দেব থামিয়ে। বাঃ কি মজা। দেব না? পৃথিবীর সবাই  
ভারি হিংসুটে। ওরা আমার খারাপটাই দেখে। ভালটা দেখে

না। ঝড়বাদল হয় না ব'লে পথঘাট কেমন খটখটে থাকে। তোমরা  
মনের সঙ্গে মাঠে খেলাধুলা কর। নতুন ধান কেটে আন ক্ষেত থেকে।  
পৌষপার্বণ কর। সে বুদ্ধি কিছদ না? আমি বুদ্ধি খারাপ?

(এমন সময় কোকিল ডেকে উঠল—কুহু, কুহু, কুহু,  
শীতবুড়ী কে'পে উঠল)

শীতবুড়ী॥ ও'কি, কোকিল ডাকল কেন?

অমন ক'রে ডাকল কেন?

(প্রকৃতির প্রবেশ, সাদা জালে সর্বাঙ্গ ঢাকা। সে  
একটু দূরে এবং উঁচুতে থাকবে)

প্রকৃতি॥ শীতবুড়ী, ঝালাপালা,  
হ'ল তোমার যাবার পালা।

শীতবুড়ী॥ আমায় যেতে বলছ যে?  
তুমি কে? তুমি কে?

প্রকৃতি॥ আমি প্রকৃতি। আমায় চেনো না? আমি আছি ব'লেই সূর্য ওঠে,  
ফুল ফোটে। তোমরা আস আর যাও। তুমি কি একা সারা বছর  
জুড়ে থাকতে চাও? তা হ'লে আর ধতুরা করবে কি? সে  
কথা ভেবে দেখেছ কি?

শীতবুড়ী॥ এত কষ্ট ক'রে এসেছি সেই হিমালয় থেকে। উত্তরে বাতাস আমায়  
এনেছে ডেকে।

প্রকৃতি॥ আমি তার করব কি? বছরে মাস আছে বারোটি আর ঋতু আছে ছয়টি।  
দু'মাসের বেশি থাকা কারুর চলবে না—চলবে না।

(আবার কোকিল ডাকল—কুহু, কুহু)



প্রকৃতি

প্রকৃতি॥ ঐ কোকিল ডাকছে,  
বসন্তের দূত আসছে।  
যাও তুমি শীতবুড়ী,  
শেষ হ'ল তোমার জারিজ্বর।

(ছেলেমেয়েদের প্রবেশ)

ছেলেমেয়েরা॥ বসন্ত আসছে, বসন্ত আসছে।

বাঃ কি মজা!

ঐ যে আসে ফুলপরী, ফুলপরী,  
কত রঙের রূপ ধরি।

(ফুলপরীদের প্রবেশ। নানা রঙের পোশাক, গলার  
ফুলের মালা)

### ফুলপরীদের গান

আমরা গোলাপ, আমরা বকুল বসন্তেরই ফুল,  
মলয় হাওয়ায় আমরা সবাই দুলি দোদুল দুল।  
কুন্দ, গাঁদা, পলাশ ফুলে  
ভাব জমাতে এল ছুটে;  
কৃষ্ণচূড়া গাছে গাছে ঘুরছে অলিকুল।  
আমরা গোলাপ, আমরা বকুল বসন্তেরই ফুল।  
পিয়ালগাছের ফুল দেখে  
কোকিল বর্ষা যায় ডেকে,  
মল্লিকা আর হেনা যে তাই আনন্দে আকুল।  
আমরা গোলাপ, আমরা বকুল বসন্তেরই ফুল।

শীতবুড়ী॥ আমি কি করি, কোথায় যাই,

কোথায় গেলে পাব ঠাই?

প্রকৃতি॥ যাও তুমি পাহাড়ের গুহাতে

জড়োসড়ো দেহটাকে লুকাতে।

আবার যখন একটি বছর পরে

উত্তরে হাওয়া আনবে তোমায় ডেকে,

বেরিয়ে এসো আঁধার গুহা থেকে।

শীতবুড়ী॥ আমি যাই, আমি যাই, আমি যাই।

প্রকৃতি॥ যাও, এখানে ঠাই নাই—ঠাই নাই।

(শীতবুড়ী ও প্রকৃতির প্রস্থান)

### ছেলেমেয়েদের গান

ঐ দ্যাখ্ রে, ঐ দ্যাখ্—

সূর্য ওঠে ঝিকিমিকি কেমন উজ্জল হয়ে,

খুশিতে আজ কুলকুলিয়ে যায় রে নদী বয়ে।

ধানে চাষীর ভরল গোলা,

মনে তাদের পুলক দোলা,

গাছের ডালে কি যে শোভা কচি কিশলয়ে।

দোয়েল, শ্যামা, বুলবুলি

গায় রে মধুর সুর তুলি,

মৌমাছি আর প্রজাপতি কি কথা যায় কয়ে।

(মলয় হাওয়ার প্রবেশ, পাখায় ভর দিয়ে এমনিভাবে

চলবে যেন উড়ে বেড়াচ্ছে)

7144



মলয় হাওয়া

Wool Dong  
Sub  
Cm. Hk.



মলয়॥ আমি এসেছি রে মলয় হাওয়া  
তাই শব্দ হ'ল গান গাওয়া,  
নব বসন্ত এনেছি ডেকে,  
রূপকথার দেশ থেকে।  
আয় রে সবাই আয় না রে,  
বরণ ক'রে নে তারে।

(বসন্তরানীর প্রবেশ। ঝলমলে পোশাক পরা, মাথায়  
সুন্দর চুড়া। হাতে ফুলের গুচ্ছ)

### বসন্তরানীর গান

এলাম যে আমি কতই পসরা লয়ে,  
তোমাদের সাথী হয়ে।  
গাঁথিয়া প্রীতির মালা,  
ভরিয়া এনেছি ডালা,  
তোমাদের কাছে মন খুলে আমি কত কথা যাব কয়ে।  
এসো মিলেমিশে সবে  
হাসি খুঁশি উৎসবে,  
মনের সকল হিংসা দূঃখ যাক আজ লয় হয়ে।  
এলাম যে আমি কতই পসরা লয়ে।

(গান গাহিতে গাহিতে বনপরীর প্রবেশ)

এসো বসন্ত এসো,  
তোমায় বরণ করি



বসন্তরানী

মনোহর ফুলফলে

কানন দিয়েছ ভরি।

(গান গাইতে গাইতে প্রকৃতির প্রবেশ)

এসো কোকিলের গানে,

তটিনীর কলতানে,

জেগে ওঠে আজ সুন্দর ধরা জড়তারে পরিহারি।

এসো বসন্ত এসো, তোমায় বরণ করি।

ছলেমেয়েদের গান

ঐ যে পথের বাঁকে

নতুন বছর ডাকে,

পুরনো দিনের সকল কালিমা

ফুল সম যাক্ বরি।

এসো বসন্ত এসো, তোমায় বরণ করি।

(বসন্তরানীকে মাঝখানে রেখে ঘুরে ঘুরে সকলে মিলে গানটি গাইল।

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়ল)

## রূপকুমার

নাটকে যাদের দেখা যাবে :

রাজপুত্র রূপকুমার

কাঠুরে

ছেলেমেয়েরা

পাথক

দৈত্য

জাদুকর

রাজকন্যা মধুমালী

[ বনপথ। ঘোড়ার পায়ের শব্দ। রাজপুত্র দূরে ঘোড়া রেখে নেমে এল। একটি পক্ষ্মফুলের গাছের তলায় এসে দাঁড়াল ]

রাজপুত্র ॥ কোথায় গেল রাজকন্যা? কত দিন, কত মাস, কত বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেউ কি বলতে পারে তার খবর?

(এক কাঠুরের প্রবেশ, পিঠে কাঠের বোঝা)

কাঠুরে ॥ রাজপুত্র, রাজপুত্র, আমি বলতে পারি।

রাজপুত্র ॥ তুমি জান? বল তো রাজকন্যা কোথায়? এক দৈত্য তাকে চুরি ক'রে এনেছিল। এই বনের পথেই গিয়েছিল সেই দৈত্য। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাই নি।

কাঠুরে ॥ সেকথা শুনবে রাজপুত্র? তবে শোন। দৈত্য যখন এল এই বনে, তখন এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক জাদুকর। রাজকন্যার কান্না শুনে তার ভারি দয়া হ'ল।

রাজপুত্র॥ তারপর? তারপর?

কাঠুরে॥ জাদুকর মন্ত্র দিয়ে রাজকন্যাকে একটি গাছ ক'রে ফেলল। এই সেই পশ্মফুলের গাছ।

রাজপুত্র॥ রাজকন্যা গাছ হয়ে আছে? তারপর দৈত্যের কি হ'ল?

কাঠুরে॥ দৈত্য তখন জাদুকরকে মারতে এল তেড়ে। জাদুকরের ছোঁয়ায় তখন দৈত্যও হয়ে গেল এক বিরাট শালগাছ। দেখছ না ঐ যে বুনো শালগাছটা দাঁড়িয়ে। পশ্মগাছটাকে আড়াল ক'রে রেখেছে।

রাজপুত্র॥ কোথায় আছে সেই জাদুকর? ব'লে দেবে আমাকে?

কাঠুরে॥ সে থাকে অনেক দূরে। ঐ যে দেখছ পাহাড়। সেই পাহাড়ের শেষে আছে এক ঘুমভাঙার দেশ। সেখানে কেউ ঘুমায় না—সবাই জেগে থাকে। সেখানেই থাকে সেই জাদুকর।

রাজপুত্র॥ আমি যাব। নিয়ে আসব জাদুকরকে। বাঁচিয়ে তুলব আমার রাজকন্যাকে।

কাঠুরে॥ যাও, দেরি ক'র না। দেরি করলে জাদুকর চ'লে যাবে আরও দূরে—আর এক রূপকথার দেশে। তখন আর তাকে খুঁজে পাবে না। যাও রাজপুত্র—শিগ্গির যাও।

(কাঠুরের প্রস্থান)

রাজপুত্র॥ তোমাকে ধন্যবাদ কাঠুরে। অনেক ধন্যবাদ।

(রাজপুত্র ঘোড়া ছুটিয়ে চ'লে গেল, কয়েকজন ছেলেমেয়ের প্রবেশ)

১ম ছেলে॥ দ্যাখ্, কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে। আয় তুলে নিই।

২য় ছেলে॥ রোজ কত ফুল ফোটে। বড়ি আমাদের জন্যই এই ফুল ফোটা।

৩য় ছেলে॥ সত্যি সত্যি, আয় সবাই ফুল তুলে নিই।

(ফুল তুলে নিয়ে আনন্দে নাচতে লাগল)

### গান

আমরা হাসি আমরা খেলি মনের আনন্দে,  
ঘুমিয়ে পড়ি জাগি আবার ফুলেরই গন্ধে।  
আমরা ভাইবোন  
ফুলের মত মন,  
আয় রে সবাই ফুলের মত মন বিলিয়ে দে।  
ফুলের হাসি নিয়ে,  
ফুলের মধু পিয়ে  
নাচব মোরা, গাইব মোরা সকাল-সন্ধ্যা।  
আমরা হাসি আমরা খেলি মনের আনন্দে।

(ছেলেমেয়েরা চলে গেল। পাখি ডাকতে লাগল,  
গাছের পাতা ঝরতে শুরু করল, আবার গজাতে  
লাগল নতুন পাতা। দিনের পর দিন চলে যেতে  
লাগল)

(গান গাইতে গাইতে একজন পাখির প্রবেশ)

### গান

রাজপুত্রর যায়,  
পাহাড়িয়া বনের মাঝে পথ বড়ি হারায়।

জাদুকরের দেশে

ভাবছে কবে কেমন ক'রে পেঁছাবে সে শেষে।

অনেক দূরের পথ,

হঠাৎ কোথায় যায় রে থেমে পঙ্খীরাজের রথ।

কোন পথে সে চলবে ধৈর্যে হৃদিস নাই পায়।

রাজপুত্র যায়।

সে যে রূপকথারই দেশ,

পথে আছে দৈত্যপুত্রী, নাই বিপদের শেষ।

রাজপুত্র ফিরবে কবে বলবে কে রে হায়?

রাজপুত্র যায়।

(পাখি চলে গেল। আবার পাখিরা গাইতে শুরু  
করল। সূর্য উঠল, সূর্য ডুবল। একদল পাহাড়ী  
ছেলের প্রবেশ, হাতে তাদের নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র,  
তারা ঘুরে ঘুরে নাচতে ও গাইতে শুরু করল)

### গান

আমরা পাহাড়ীদের ছেলে,

মনের সাথে দিন যে কাটাই

সদাই নেচেখেলে।

বন্ধ ফুলিয়ে চলি,

কাঁটা দূ'পায় দলি,

রক্ত ওঠে টগবগিয়ে—লড়াই করতে পেলো।

আমরা পাহাড়ীদের ছেলে।

(গান শেষ হ'লে পদ্মগাছটার কাছে গিয়ে দেখল—  
গাছটা শূন্য হয়ে গেছে)

১ম' ছেলে॥ হ্যাঁ রে, পদ্মফুলের গাছটা যে শুকিয়ে গেছে। একটা ফুলও নেই।

২য়' ছেলে॥ কি হ'ল? কি হ'ল?

৩য়' ছেলে॥ এ নিশ্চয়ই বুনো শালগাছটার কাণ্ড। ওর জন্যই এই পদ্মগাছটা আলো-বাতাস পায় নি। ম'রে গেছে।

১ম' ছেলে॥ কাট্, কেটে ফেল্ ঐ শালগাছটাকে। ওর জন্যই আমরা ফুল পেলাম না। আনন্দ পেলাম না।

(অশ্রুশ্রব্দ নিয়ে ঐ গাছটাকে আঘাত করতে লাগল।

হঠাৎ গাছ থেকে বেরিয়ে এল এক দৈত্য)

দৈত্য॥ কে রে তোরা, আমার গায়ে আঘাত দিলি?

ছেলেরা॥ কে তুমি? কে তুমি?

দৈত্য॥ আমি এই শালগাছের দৈত্য। এক জাদুকর আমাকে গাছ ক'রে রেখেছিল। তোদের অস্ত্রের আঘাত পেয়ে আমি আবার দৈত্য হয়ে উঠেছি।

ছেলেরা॥ তুমি পদ্মফুলের গাছটাকে মেরেছ কেন?

দৈত্য॥ মারব না? ও যে এক রাজকন্যা।

ছেলেরা॥ রাজকন্যা?

দৈত্য॥ হ্যাঁ। জাদুকর তাকেও রেখেছে গাছ ক'রে। রাজপুত্রের গেছে জাদুকরকে আনতে। সে ফিরে এলে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবে রাজকন্যাকে। তাই তাকে শুকিয়ে মেরেছি।

ছেলেরা॥ আমরা গাছ কেটে বের করব রাজকন্যাকে।

(পদ্মফুলের গাছটাকে কাটতে এগিয়ে গেল)

দৈত্য॥ হাঃ হাঃ হাঃ (হেসে উঠল)। পারবে না, পারবে না। গাছ শূন্যকিয়ে  
গেছে। ম'রে গেছে রাজকন্যা।

ছেলেরা॥ আমরা তোমাকে মারব। কেন ফুলের গাছকে তুমি মেরেছ?

(অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রুখে গেল দৈত্যের দিকে। লড়াই  
শুরু হ'ল। এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ  
শোনা গেল। রাজপুত্র ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে  
এল)

ছেলেরা॥ ঐ যে রাজপুত্র এসেছে রে, রাজপুত্র এসেছে। আর আমাদের  
ভয় নেই।

(রাজপুত্রের সঙ্গে দৈত্যের লড়াই শুরু হ'ল।  
কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর দৈত্য ম'রে গেল)

ছেলেরা॥ দৈত্য ম'রে গেছে। দৈত্য ম'রে গেছে। বাঃ কি মজা!

১ম ছেলে॥ রাজপুত্র, রাজপুত্র, রাজকন্যাকে বের করো।

২য় ছেলে॥ ঐ যে পদ্মগাছ হয়ে আছে তোমার রাজকন্যা।

রাজপুত্র॥ (গাছের কাছে গিয়ে) একি হ'ল? গাছ যে শূন্যকিয়ে গেছে।

ছেলেরা॥ দৈত্য তাকে মেরে ফেলেছে।

রাজপুত্র॥ (কপালে হাত দিয়ে) কি হবে? জাদুকর যে এখনো এল না। (একটু  
এগিয়ে গিয়ে) জাদুকর—জাদুকর—

(জাদুকরের প্রবেশ। পরণে লম্বা পাজামা, গায়ে  
কালো রঙের পোশাক)

জাদুকর॥ এই যে এসেছি রাজকুমার।

রাজপুত্র॥ গাছ যে শুকিয়ে গেছে জাদুকর।

জাদুকর॥ ভয় নেই। এখনো আশা আছে। আমি বাঁচিয়ে দেব তোমার রাজ-  
কন্যাকে। ওকি, দৈত্য এল কি ক'রে?

ছেলেরা॥ আমরা শালগাছকে কাটতে গিয়েছিলাম। অমনি গাছ থেকে বেরিয়ে  
এল দৈত্য।

জাদুকর॥ আমার মন্ত্রের এই হ'ল নিয়ম। এই গাছে শিশুদের ছোঁয়া লাগলেই  
সে জীয়াস্ত হবে। শত শক্তিমান পুরুষের আঘাতেও কোন ফল হবে না।  
কিন্তু রাজকন্যার গাছ গেছে শুকিয়ে। এখন আমি ছাড়া আর কেউ তাঁকে  
বাঁচাতে পারবে না।

রাজপুত্র॥ জাদুকর, বাঁচাও তুমি রাজকন্যাকে। দঃখের ঘুম ভেঙে সে জেগে  
উঠুক।

(জাদুকর পদ্মগাছের কাছে গিয়ে তার জাদুকটি  
নাড়তে লাগল। মৃদুস্বরে বাজনা বাজতে লাগল।  
ধীরে ধীরে রাজকন্যা বেরিয়ে এল। চোখে ঘুমের  
আবেশ।)

রাজকন্যা॥ একি, ভোর হয়েছে? এ কোথায় এলাম আমি?

রাজপুত্র॥ এই যে রাজকন্যা, আমি এখানে। দৈত্য তোমাকে চুরি ক'রে এনেছিল।  
মনে নেই?

রাজকন্যা॥ না, মনে নেই তো। মনে হয় কতকাল থেকে আমি ঘুমিয়ে আছি।

রাজপুত্র ॥ আজ এই জাদুকরের ছোঁয়ার তোমার ঘুম ভেঙেছে। দেখছ না, জেগে উঠেছে পৃথিবী। হিংস্রটে দৈত্য মরেছে। জয় হয়েছে ভালবাসার। চলো রাজকন্যা, ঐ ঘোড়ার পিঠে চড়ে আমাদের দেশে। বন, পাহাড়, মাঠ ছাড়িয়ে—রাক্ষসের পদুরী পার হয়ে চ'লে যাই।

(পাহাড়ী ছেলেরা নাচ ও গান করতে লাগল)

### গান

যাও গো তুমি রাজার ছেলে

রাজকন্যা নিয়ে,

বনজঙ্গল মাঠ পেরিয়ে

উঠবে দেশে গিয়ে।

আসবে পথে রাক্ষস আর কতই জানোয়ার,

তলোয়ারে কাটবে মাথা, ভয় করো না আর।

গাছেরা সব ফুল ঝরাবে

পথের দু'পাশ দিয়ে।

যাও গো তুমি রাজার ছেলে রাজকন্যা নিয়ে।

(রাজপুত্র ও রাজকন্যা এগিয়ে চলতে লাগল। ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে এল)

## কুপণের সাজা

এই নাটকে যারা আনাগোনা করবে:

বঙ্কবিহারী—কুপণ লোক

চিন্তাহরণ—ঐ ভৃত্য

ফেরিওয়াল

ভদ্রবেশী যদুরক

ছেলোরা

[ ঘরের বারান্দা। বঙ্কবিহারী, ডাকনাম বঙ্কু, বসে আছে। দেখতে ছোটখাট। কিন্তু গোঁফ-জোড়া খুব বড়। চোখে ভাঙা চশমা। সামনে কয়েকটি হিসাবের খাতা। একটি খাতায় বাজারের হিসাব লিখছে। ]

বঙ্কু॥ পাঁচ পয়সার মাছ, দু' পয়সার তেল, এক পয়সার নুন। আর কি?... আর কি আনলাম? (মাথা চুলকাতে লাগল) ওরে চিন্তাহরণ—চিন্তাহরণ—আরে ও চিতে—

(দূরে চিন্তাহরণের সাড়া পাওয়া গেল)

চিন্তা॥ আজ্ঞে কত।

বঙ্কু॥ এদিকে আর।

(চিন্তাহরণ কাছে এসে দাঁড়াল, হাঁটু অবাধ কাপড় পরা, কাঁধে গামছা)

বঙ্কু॥ বল্ তো, বাজার থেকে আর কি কি এনেছি? পাঁচ পয়সার মাছ, দু' পয়সার তেল, এক পয়সার নুন আর তিন পয়সার ডাল। আর কি এনেছি বল্

দেখি? চারটে পয়সার হিসাব যে মিলছে না। আর চারটে পয়সা কিসে খরচ হয়েছে, বল্ দেখি?

চিন্তা॥ আর তো মনে করতে পারছি না কত।

বঙ্কু॥ মনে করতে পারছিস না? তা হ'লে নিশ্চয় তুই পয়সা চুরি করেছিস।  
বার কর্। চারটে পয়সা বার কর্ শিগ্গির।

চিন্তা॥ আজে, আমি কি ক'রে পয়সা চুরি করলাম? পয়সা তো আপনার হাতেই ছিল।

বঙ্কু॥ হ্যাঁ, ঠিক। পয়সা তো আমার হাতেই ছিল। ঐ—ঐ দ্যাখ্, কাদের পাঁঠা এসে লাউগাছটা খেয়ে ফেলল। ধর্ ধর্ শিগ্গির। কেটে ফেল পাঁঠাটাকে। আজ ওর মাংস রেংধে খাব।

চিন্তা॥ আজে, ওটা যে বড়দাদাবাবুর পাঁঠা।

বঙ্কু॥ অ্যাঁ, বড়দাদাবাবুর পাঁঠা? (জিভে কামড় দিয়ে) সর্বনাশ, এমন কথা বলেছি বড়দাদাবাবুর কানে যেন না যায়। যা যা, শিগ্গির পাঁঠাটাকে কোলে ক'রে নিয়ে ঐ বাড়িতে দিয়ে আয়।

চিন্তা॥ যাচ্ছি কত।

(চিন্তাহরণের প্রস্থান, বঙ্কু আবার হিসাব কষতে লাগল)

বঙ্কু॥ পাঁচ পয়সার মাছ, দু' পয়সার তেল, এক পয়সার নুন। আর কি এনেছি?  
আর চারটে পয়সা গেল কোথায়? ইস, চার-চারটে পয়সা।

(বার বার ট্যাঁক খুঁজে ও পয়সা গুনে দেখতে লাগল। এমন সময় ফেরিওয়ালা হাঁকল—চাই আমসত্ৰ, বাবু—আমসত্ৰ)

বঙ্কু॥ যাঃ দিলে তো হিসাবটা মাটি ক'রে? এই ফেরিওয়ালা, কি এনেছ দেখি?

ফেরিওয়ালা॥ আঞ্জে বাবু আমসত্ত্ব।

বঙ্কু॥ (ভেংচি কেটে) বাবু আমসত্ত্ব! আমসত্ত্ব আবার বাবু হ'ল কবে হে?  
দিলে তো আমার হিসাবটা গোলমাল ক'রে? বলি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব  
এনেছ না লঙ্কার আমসত্ত্ব এনেছ?

ফেরিওয়ালা॥ আঞ্জে আমি ভেজাল জিনিস বিক্রি করি না। খাঁটি আমের আম-  
সত্ত্ব এনেছি কতী।

বঙ্কু॥ নামাও তো দেখি। কেমন জিনিস।

(ফেরিওয়ালা বড়ি নামাল, বঙ্কু এক টুকরা আমসত্ত্ব  
হাতে নিয়ে তা থেকে একটু ছিঁড়ে মুখে পুরল)

বঙ্কু॥ কত ক'রে সের হে?

ফেরিওয়ালা॥ আঞ্জে দু' টাকা।

বঙ্কু॥ (লাফিয়ে উঠল) দু-টা-কা! বলছ কি হে? না না, দরকার নেই আমার  
আমসত্ত্ব খেয়ে। যাও, চ'লে যাও।

(আর একটু ছিঁড়ে মুখে পুরল, ফেরিওয়ালা বড়ি  
মাথায় নেবার উদ্যোগ করল)

বঙ্কু॥ এক টাকা ক'রে সের হবে?

ফেরিওয়ালা॥ না কতী, হবে না।

বঙ্কু॥ আহা, চ'লে যাচ্ছ কেন? দেখি আবার জিনিসটা একটু দেখি।

(ফেরিওয়ালা বড়ি নামাল, বঙ্কু আমসত্ত্ব ছিঁড়ে  
আবার মুখে দিল)

ফেরিওয়াল্লা॥ কর্তা, অমন ক'রে যে অনেকটা আমসভুই খেয়ে ফেললেন। আমি  
আর বেচব কি?

বঙ্কু॥ আহা, রাগ করছ কেন? তুমি যে আমার হিসাবটা গোলমাল ক'রে দিয়েছ—  
তার দাম দেবে কে? দাও, না হয় পাঁচসিকে ক'রেই সের দেব।

ফেরিওয়াল্লা॥ কতটুকু নেবেন কর্তা? আধ সের?

(ওজন করবার জন্য দাঁড়িপাল্লা ঠিক করল)

বঙ্কু॥ না, আধ সের দিয়ে কি হবে? আধ ছটাক দাও।

ফেরিওয়াল্লা॥ মোটে আধ ছটাক? দরকার নেই বাবু, আমসভু বিক্রি ক'রে।

(দাঁড়িপাল্লা গুটিয়ে ফেলল)

বঙ্কু॥ কেন, আধ ছটাক কি কম হ'ল? পাঁচ সিকে ক'রে সের হ'লে এক পোর  
দাম পাঁচ আনা, এক ছটাক পাঁচ পয়সা আর আধ ছটাক আড়াই পয়সা।  
আড়াই পয়সা কি কম? ওঃ, তুমি আধ পয়সার জন্য ভাবছ? বেশ,  
আধ পয়সা যখন নেই তখন পুরোপুরি দু' পয়সাই নাও। কি বল,  
আমি কি কিছ্ অন্যায বলেছি?

ফেরিওয়াল্লা॥ না বাবু, আপনি খুব ন্যায কথা বলেছেন। তবু আমি বিক্রি  
করব না।

বঙ্কু॥ কেন বিক্রি করবে না? আমি কি পয়সা দিয়ে কিনছি না? দু' দু'টো  
নগদ পয়সা দিচ্ছি। ধার বাকি নয়।

ফেরিওয়াল্লা॥ আপনি কিছ্ তেই ছাড়বেন না দেখছি। নিন, না দিয়ে কি আর  
রেহাই আছে?

(ফেরিওয়াল্লা ওজন ক'রে দিয়ে পয়সা নিয়ে চলে  
গেল। বঙ্কু আমসভুটা একটু চেটে খেয়ে দু'রে  
রেখে দিল, আবার হিসাব কষতে লাগল)

বঙ্কু॥ পাঁচ পয়সার মাছ, এক পয়সার নুন। ঠিক, ঠিক। মনে পড়েছে। এক পয়সার তেলেভাজা। এক পয়সার তেলেভাজা তো কিনে খেয়েছি।

(এমন সময় আমসত্ত্বের দিকে চেয়ে চোঁচয়ে উঠল)

বঙ্কু॥ দ্যাখো, দ্যাখো, আমসত্ত্বের উপর কত মাছি বসেছে। আমার সব আমসত্ত্ব খেয়ে ফেলল।

(হাত দিয়ে মাছি তাড়াতে লাগল, কয়েকটি ছেলের প্রবেশ)

১ম ছেলে॥ কি হ'ল বঙ্কুদা? মাছি আমসত্ত্ব খেয়েছে? তাতে হয়েছে কি?

বঙ্কু॥ কেন খাবে? আমি কি পয়সা দিয়ে কিনি নি? বিনে পয়সায় কিনেছি?

(আবার একটু চেটে নিয়ে রেখে দিল)

২য় ছেলে॥ আমাদের একটু দাও না বঙ্কু দা?

বঙ্কু॥ কি বললি? তোদের কেন দেব? তোদের পয়সা দিয়ে কিনেছি নাকি?  
ভাগ্—ভাগ্ এখান থেকে।

৩য় ছেলে॥ একটু দাও না।

বঙ্কু॥ ইস, কি সব বন্ধু রে আমার। আমি বেশি ক'রে খাব। তোদের দেখিয়ে দেখিয়ে খাব।

(আমসত্ত্বটা হাতে নিয়ে বেশি ক'রে চাটতে শব্দ করল, তারপর রেখে দিল)

বঙ্কু॥ হয়েছে তো? ভাগ্, ভাগ্ এখান থেকে।

(তেড়ে গেল। ছেলেরা পালাল। একজন ভদ্রবেশী যুবকের প্রবেশ)

যুবক॥ আমি কি আসতে পারি?

বঙ্কু॥ আসতে পারি মানে? আমি কি ঘরে কুলদূপ এঁটে ব'সে আছি মশাই?

যুবক॥ না, দেখুন, এটা হচ্ছে ভদ্রতার নিয়ম। একজনের কাছে আসতে হ'লে অননুমতি নিয়েই আসা উচিত।

বঙ্কু॥ আমি অতশত নিয়মকানুন জানি না মশাই।

যুবক॥ না জানলেও দয়া ক'রে জেনে নিন। আজ আপনার কাছে বিশেষ একটা কাজে এসেছি। আমরা এ গাঁয়ে একটা নাইট ইন্সকুল খুলব।

বঙ্কু॥ সে আবার কি মশাই?

যুবক॥ নৈশ বিদ্যালয়। রাত্রিবেলায় ইন্সকুল বসবে। যাদের বেশি বয়েস অথচ সময়ের অভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে না—তরাই সেখানে লেখাপড়া শিখবে। পয়সা লাগবে না। গাঁয়ের সকল লোকের মত হ'লেই আমরা কাজ শুরুর করব।

বঙ্কু॥ না মশাই, ওসব এখানে চলবে না। আমাদের বাবা ঠাকুরদা কেউ কোনকালে ইন্সকুলে পড়ে নি। বড়ো হ'তে চলোঁছি, এখন পড়ব ইন্সকুলে?

(এমন সময় চিন্তাহরণ কাছে এসে দাঁড়াল)

যুবক॥ আপনি না পড়েন, আপনার বাড়ির এই ভৃত্য পড়বে।

বঙ্কু॥ অ্যাঁ, বলেন কি মশাই? আমার বাড়ির চাকর করবে লেখাপড়া? তা হ'লেই তো হয়েছে। লেখাপড়া শিখে গাড়ির বদলে শেষে আমার কাঁধে চ'ড়ে বেড়াবে।

যুবক॥ দেখুন, বর্তমান যুগে অশিক্ষিত থাকা মহাপাপ। স্বাধীন ভারতে  
নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়েছে। কেউ অশিক্ষিত থাকবে না।  
এই হ'ল আমাদের জাতীয় সরকারের পরিকল্পনা। নিন, আপনি সই  
করুন এই কাগজে।

বঙ্কু॥ আমাকে সই করতে হবে? আঃ, কি আপদ। দিন, সই ক'রে দিই।

(যুবক কাগজ এগিয়ে দিল, বঙ্কু ধীরে ধীরে নাম  
সই করতে লাগল)

যুবক॥ (কাগজটা হাতে নিয়ে) একি, আপনার নাম কি লিখেছেন? ব-ক-বি-হা-রী  
—মা-ই-তি। আপনার নাম কি বকবিহারী?

বঙ্কু॥ না মশাই, বকবিহারী নয়, আমার নাম বঙ্কবিহারী। কিন্তু মুখেই বলতে  
পারি—কাগজে লিখতে গেলেই মূর্খকিল! কি বিদ্‌ঘটে বানান। বাপ-  
মা আমার নামটা রেখে গেছেন খুব চটকদার। অথচ লেখাপড়া শিখিয়ে  
গেছেন ঠন্ঠন্।

যুবক॥ ওঃ, তাই বঙ্কি বকবিহারী লিখেছেন? আচ্ছা বকবিহারী বাবু, আপনার  
ভৃত্যটির নাম কি? ওর নামটাও লিখে দিন।

বঙ্কু॥ আঃ, আবার ওর নামটাও লিখতে হবে? দিন।

(যুবক কাগজ এগিয়ে দিল, বঙ্কু লিখল)

যুবক॥ (কাগজটা হাতে নিয়ে) একি, ওর নাম কি চিতাহরণ?

বঙ্কু॥ ও আর এক ঝামেলা মশাই। এক অক্ষরের নিচে আর একটা অক্ষর জুড়ে  
নিখতে আমার কলমে আসে না। তাই চিতাহরণ না লিখে চিতাহরণই  
লিখছি।

বৃক্ক॥ বেশ করেছেন। ধন্যবাদ। এত বড় বুদ্ধিমান হয়েছে আপনি নাইট  
ইস্কুলের মর্যাদা বৃক্কলেন না, এই যা দুঃখ। আচ্ছা, আসি। নমস্কার।

(বৃক্ক চলে গেল, বৃক্কুর এতক্ষণে আমসত্ত্বের দিকে  
নজর পড়ল)

বৃক্ক॥ হারে রে রে। পিঁপড়েরা দেখি দল বেঁধে আমার আমসত্ত্বটা টেনে নিয়ে  
গেছে। ওরে চিন্তাহরণ, ধর্ ধর্। পিঁপড়েরা লোকের ধর্। আমার  
দু' পয়সার আমসত্ত্ব টেনে নিয়ে গেল—থেয়ে শেষ করল।

চিন্তা॥ কতী, খেতে দিন। ওদের খেতে সাধ হয়েছে।

বৃক্ক॥ কি বললি? পিঁপড়ের খেতে সাধ হয়েছে? কেন খাবে? আমি পয়সা  
দিয়ে কিনি নি? মিছে তর্ক করিস না। ধর্ ধর্ আমসত্ত্বটা ধুয়ে এনে  
আমাকে দে।

চিন্তা॥ দেখছেন না কতী, পিঁপড়েরা এই পচা নর্দামা বেয়ে উঠছে। এই  
পিঁপড়ের মূখের আমসত্ত্ব খাবেন?

বৃক্ক॥ আঁ, কি বলিস? পচা নর্দামা বেয়ে উঠছে। ওয়াক্ থু—ওয়াক্ থু—  
ওয়াক্ থু—

(দাঁড়িয়ে একটু চলতে গিয়েই পেটটা চেপে ধরল)

উঃ, ভয়ানক পেট ব্যথা করছে রে। গেলুম, গেলুম।

(ছেলেদের প্রবেশ)

১ম ছেলে॥ কি হয়েছে বৃক্কুদা? লোককে না দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে আরো খাবে?  
এখন মজা বোঝ।

বঙ্কু॥ যা যা, আমি দূ' পয়সার আমসত্ত্বের দ্বঃথে বাঁচি না। আর তোরা এসেছিস  
ফোড়ন দিতে? ভাগ্ ভাগ্। ফেরিওয়ালার ভেজাল আমসত্ত্ব দিয়ে আমাকে  
ঠকিয়ে গেছে। ইস্, দিনে ডাকাতি করেছে রে। আমার দূ'টো পয়সাই  
ঠকিয়ে নিয়েছে।

ছেলেৱা॥ ঠকাবে না? বিনে পয়সার ফেরিওয়ালার কাছ থেকে চেখে চেখে  
খাওয়ার মজা বেরুবে না?

বঙ্কু॥ খেয়েছি তো, তোদের তাতে কি?

#### ছেলেদের গান

হাঁড়িমুখো, ঝগড়াটে আর

কিপটে যারা রে,

মুখের হাসি করতে খরচ

ভয়েই সারা রে।

সারাটি দিন ব'সে ব'সে

একটি পয়সার হিসাব কষে,

ভেবেই আকুল টাকাকড়ি

লুটবে কারা রে?

লোভী যারা, স্বার্থ খোঁজে

ভাল কথা নাই রে বোঝে,

আজকে না হয় দূ'দিন পরে

ঠকবে তারা রে।

হাঁড়িমুখো, ঝগড়াটে আর

কিপটে যারা রে।

বঙ্কু॥ (পেট চেপে ধ'রে) ওরে পেট ব্যথায় মারা গেলুম রে মারা গেলুম।

চিন্তা॥ কর্তা, আপনি না বাজারে তেলেভাজা কিনে খেয়েছিলেন?

বঙ্কু॥ আর কোনদিন ওসব বাজ্রে জিনিস খাব না রে। উঃ, মলম্ রে।

ছেলেরা॥ বেশ হয়েছে। মজা হয়েছে।

বঙ্কু॥ ভাগ্ ভাগ্, তোদের বাহাদুরি করতে হবে না। আমসত্ত্বওয়ালা আর সেই তেলেভাজাওয়ালাকে আমি ফাঁসি দেব—পুলিসে দেব। সঙ্গে সঙ্গে তোদেরও দেব।

(ল্যাঠি নিয়ে তেড়ে গেল—ছেলেরা ছুটে পালাল)

যবনিকা পতন





सत्यमेव जयते